লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট এপ্লিকেশন (লিমা)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের অধীন একটি অধিদপ্তর হলো কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ), যা দেশের বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত মানুষদের কল্যাণ, নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে কাজ করে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশ সরকার ডাইফের বড় ধরনের সংস্কার শুরু করে।

সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ডাইফকে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। যাতে সহায়তা করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যের অর্থসাহায্যে পরিচালিত আইএলও'র 'পোশাকশিল্পে কর্মপরিবেশের উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মসূচি। সংস্কার প্রক্রিয়ায় শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থায় অধিকতর দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটালাইজেশনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এজন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট এপ্লিকেশন (লিমা) তৈরিতে ডাইফকে সহায়তা করেছে আইএলও। লিমার প্রচলন কর্মপরিবেশের উপর তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যবহার পদ্ধতির অগ্রগতিতে এক বড় পদক্ষেপ এবং এটি এতদিনের ব্যবহৃত কাগজভিত্তিক ব্যবস্থার বিকল্প।

লিমা কী?

লিমা একটি তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম যা ডাইফের তথ্যের প্রয়োজনীয়তা মেটাবে এবং ডাইফের কাজসমূহকে অধিকতর কার্যকর করতে সাহায্য করবে। অন্যান্য ব্যবহারকারী, যেমন মালিক ও শ্রমিকদের নিকট তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা ডাইফের কাজকর্মে আরো স্বচ্ছতা আনতেও সহায়তা করবে। তাদের কিছু কাজ, যেমন কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি সেবাকে সহজলভ্য করবে। লিমাতে বর্তমানে চারটি মডুল আছে যা নিচের মতো কাজ করে:

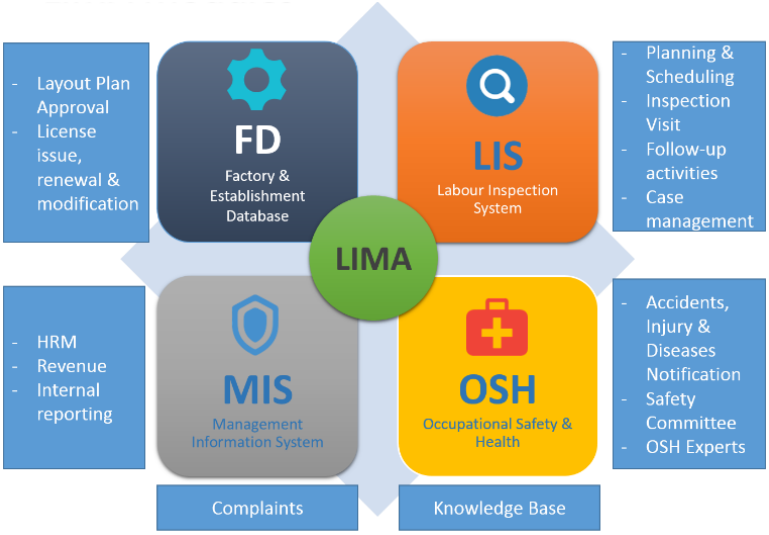

মড্যুল ১: কারখানা/প্রতিষ্ঠান তথ্যভান্ডার

এই মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের লেআউট প্ল্যান অনুমোদন নিতে পারবে, নতুন লাইসেন্সের আবেদন করতে পারবে এবং পুরনো লাইসেন্সের নবায়ন ও সংশোধন করতে পারবে।

মড্যুল ২: শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা

এই মড্যুলের মাধ্যমে ডাইফের শ্রম পরিদর্শকগণ ট্যাবলেট কম্পিউটার ব্যবহার করে তাদের পরিদর্শনের কাজ সারতে পারবেন। এই মড্যুলে পরিদর্শকগণ পরিদর্শন চেকলিস্ট পূরণ, তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরি, পরিদর্শন-পরবর্তী কাজের পরিকল্পনা এবং বার্ষিক পরিদর্শন পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনাও সারা যাবে এই মড্যুলের মাধ্যমে। পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডারে জমা থাকবে এবং সেখান থেকে পরিদর্শন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন দেখা যাবে।

মড্যুল ৩: পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য

এই মড্যুলের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত দুর্ঘটনা, জখম, ও রোগব্যাধি সম্পর্কে ডাইফকে অবহিত করা যাবে। পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং কারখানায় গঠিত সেইফটি কমিটির তথ্যভান্ডারও এই মড্যুলে রয়েছে।

মড্যুল ৪: ডাইফ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম

এই মড্যুল ডাইফের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ, যেমন মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব আদায়, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করে।

লিমা ব্যবহারের সুবিধা

ডাইফ

- তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার উন্নত হবে
- তথ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাড়বে
- কার্যকর ও দ্রুত সেবা প্রদান
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

মালিকপক্ষ

- অনলাইনে লাইসেন্সের সুবিধা
- পেশাগত দুর্ঘটনা, জখম ও রোগব্যাধি সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনলাইনে দেয়া
- সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত তথ্য অনলাইনে জানানো
- পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধান
- সংস্কারকাজের অগ্রগতি জানানো

শ্রমিকপক্ষ

- অনলাইনে অভিযোগ জানানো ও সেটির স্ট্যাটাস জানা
- বিভিন্ন শিল্পে কর্মপরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য ও প্রতিবেদন জানা

অন্যান্যরা

- শ্রম পরিদর্শন, কর্মপরিবেশ এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিসংখ্যান দেখতে পাবেন
- নিবন্ধিত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য দেখতে পাবেন
- পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য এবং শ্রম পরিদর্শন বিষয়ক জ্ঞানভান্ডার অনুসন্ধান করতে পারবেন

লিমার ব্যবহার

পরিদর্শন উপাত্ত: বিভিন্ন অফিস থেকে ডাইফ পরীক্ষামূলকভাবে লিমা চালিয়েছে। সব অফিস থেকে এর পূর্ণ ব্যবহার শুরু হবে উদ্বোধনের পর। আর তাই লিমা ওয়েবসাইটে পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রকৃত উপাত্ত ২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে পাওয়া যাবে।

সমন্বিত ব্যবস্থা: লিমা অন্যান্য সিস্টেমের সাথেও সমন্বিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, লিমার মধ্য থেকে যাচাই করা যাবে কোনো কারখানার জন্য ফায়ার লাইসেন্স আছে কি না। এজন্য লিমা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (এফএসসিডি) কর্তৃক পরিচালিত ই-ফায়ার লাইসেন্সিং সিস্টেমের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য যাচাই করবে। ভবিষ্যতে, ডাইফ ও অন্যান্য রেগুলেটরি সংস্থার সমন্বয়ে আইএলও'র সহায়তায় যে সমন্বিত শিল্প সেইফটি সিস্টেম গড়ে তোলা হবে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে লিমা।

আইএলও'র অবদান: লিমা তৈরির প্রতিটি স্তরে আইএলও সবধরনের সহায়তা দিয়ে এসেছে। যার মধ্যে পরিকল্পনা ও মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষণ ও ২২০ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ রয়েছে। এছাড়া আইএলও ডাইফকে তিনটি সার্ভার এবং ২৫০টি অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট দিয়েছে। মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্রম পরিদর্শকরা এইসব ট্যাবলেট ব্যবহার করবে।

লিমায় প্রবেশাধিকার: লিমার কিছু কিছু তথ্য, যেমন কিছু সারাংশ ও পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন সবার জন্য উন্মুক্ত যা এর ওয়েবসাইট http://lima.dife.gov.bd তে গিয়ে দেখা যাবে। কারখানা কিংবা ব্যবসার মালিকপক্ষ এখান থেকে তাদের জন্য নির্ধারিত সেবাসমূহ নিতে পারবেন লিমা ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করে। লিমার অন্যান্য মড্যুলের বেশিরভাগ সেবা ও তথ্য ব্যবহারের জন্য অবশ্যই নিবন্ধিত ও ডাইফ কর্তৃক যথাযথ অনুমোদনপ্রাপ্ত হতে হবে।

অভিযোগ করা: লিমার মধ্যে একটি অভিযোগ বাক্স রয়েছে যার মাধ্যমে শ্রমিক কিংবা মালিকরা কর্মপরিবেশ নিয়ে ডাইফের নিকট অভিযোগ দাখিল করতে পারে। এই অভিযোগ লিমা ওয়েবসাইট http://lima.dife.gov.bd এর মাধ্যমে কিংবা অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট ফোনের জন্য তৈরিকৃত এপ্লিকেশনের মাধ্যমেও করতে পারেন। এই মোবাইল এপ্লিকেশনটি গুগল প্লে স্টোর (DIFE Complaint Box দিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে) কিংবা http://bit.ly/2DSTRBI থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।